



170649 - জনকৈ খ্রিস্টানরে কছি সংশয় যগেলোর মাধ্যমে তিনি কুরআনরে কছি আয়াতরে উপর অপবাদ দচ্ছনে এই দাবী করে য়ে, সগেলোতে সবরিোধতি রয়ছে

প্রশ্ন

এক খ্রিস্টান আমার কাছে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছে। আমি এর উত্তর চাই; যাত করে উত্তরটি তাকে পাঠাতে পারি: ‘তোমরা কনে তোমাদের জীবন ও ভাগ্যকে এমন এক বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করছ য়ে বই সবরিোধতি ও ভুলে ভরা’ -সহে ব্যক্তি কুরআনকে উদ্দেশ্য করছে-?! এই খ্রিস্টান আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং বল: তোমরা বল, নশ্চয় আল্লাহ বলনে:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে তারা এতে অনেকে বৈপরীত্য দেখতে পতে। বাস্তবকিপক্ষে এই বই বৈপরীত্য ও সবরিোধতিয় ভরপুর। এ কারণে সটে আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তোমাকে আমি কছি উদাহরণ দচ্ছি: আমরা সূরা আশ-শু'আরাতে পাই, ফরোউন পানতি ডুবে ধ্বংস হয়ছে। কন্তু সূরা ইউনুসে পাই:

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

সুতরাং আজ আমরা তোমার দেহটি রক্ষা করব যাত তুমি তোমার পরবর্তীদরে জন্ম নদির্শন হয়ে থাক। তাহলে কোনটা সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কুরআনে কারীমকে সমালোচনা করা ও কুরআনরে আয়াতগুলোর উপর সবরিোধতি ও বৈপরীত্যরে অপবাদ দেয়ার এটি প্রথম চেষ্টা নয়। ইতিপূর্বে এমন অনেকে অপবাদ অতবাহতি হয়ছে। যতজন এই চেষ্টা করেছে তারা সকলে ব্যর্থ হয়ছে। আমরা য়ে কতিবরে প্রতি ঈমান রাখি য়ে, সটে আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সটোতে যদি এমন কছি বক্তি, সবরিোধতি ও সংঘর্ষ থাকত য়া ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কতিবরে রয়ছে তাহলে আমরাই সর্বপ্রথম এই কতিবকে অস্বীকারকারী হতাম। কন্তু

কভিবে সটে ঘিটতে পারে; অথচ আল্লাহ তাআলা নজিহে কয়ামত পর্যন্ত এই কতিবকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নিয়েছেন।  
যাতে করে এই কতিবে যে সত্য ও সঠিক তথ্য রয়েছে তা মানুষের উপর দলিল হিসেবে কায়মে হয়।

যদি সেই খ্রিস্টান ব্যক্তি কিংবা অন্য যে কোন ব্যক্তি কুরআনে কারীমে বৈপরীত্য না থাকার পক্ষে যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে সেই আয়াতটির প্রথম অংশ পড়ত ও চিন্তা-ভাবনা করে দেখত তাহলে এ ধরণের সংশয়গুলো একত্রিত করা ও সেগুলোর উপর ভিত্তি করে কুরআনের উপর অপবাদ আরোপ করার প্রয়োজন হত না। প্রাচীন আরব ও সমকালীন আরবদের মধ্যে অনেকে বদ্বিমান, বুদ্ধিমান, সাহিত্যিক ও বাগ্মী রয়েছে। তারা কুরআন পড়ে। কিন্তু তাদের কারো কাছে এই ধরণের আয়াত সাংঘর্ষিক প্রতীয়মান হয়নি। হতে পারে তারা কোন আয়াতের কোন কোন অর্থ নিয়ে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে তাদের কউ যখন একটু চিন্তা ভাবনা করে কিংবা তাফসিরি বিশারদ ও ইলমে পারদর্শী আলমেদের শরণাপন্ন হয় কত দ্রুতই না সেই প্রশ্নগুলো নিরসন হয়ে যায়। সেই খ্রিস্টান ব্যক্তি প্রথমতঃ সেই আয়াতটি উদ্ধৃত করেছে সটির প্রথমার্শে আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াতসমূহকে অনুধাবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন: “তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না?” এরপর তিনি বলেন: “যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে তারা এতে অনেকে বৈপরীত্য দেখতে পতে।” [সূরা নাসি, আয়াত: ৮২] তাই সেই ব্যক্তি যদি কুরআনের আয়াতগুলোকে অনুধাবন করত তাহলে আয়াতগুলোর মধ্যে বেশি বা কম কোন বৈপরীত্যই পতে না। যদি সেই ব্যক্তি ইলমে পারদর্শী আলমেদের বক্তব্য জানার চেষ্টা করত তাহলে দেখতে পতে যে, কুরআনে কোন সংঘর্ষ ও সবরোধিতা নাই।

তাই প্রত্যেকে যে ব্যক্তির কুরআন পঠন অনুধাবন সহকারে হয় না; বিশেষতঃ সে যদি কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়; তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সে কুরআনের আয়াতগুলোর মাঝে এমন কিছু পায় যটোকে তার কাছে সংঘর্ষ ও সবরোধিতা মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও বাস্তবে এই সংঘর্ষ ও সবরোধিতা ঐ ব্যক্তি মস্তিষ্কে ও বুঝে; মুহকাম (চূড়ান্ত) আয়াতসমূহে নয়। প্রত্যেকে যে ব্যক্তি কোন বই লেখে বইয়ের শুরুতে এই কৈফিয়ত লেখে ছাড়া তার কোন উপায় থাকে না যে যিনি এতে কোন কসুর পান তিনি যেন লেখককে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এবং প্রত্যেকে যে ব্যক্তি এতে কোন ভুল পায় সে যেন ভুলটি গোপন রেখে লেখককে অবহতি করে। এ কারণে দেখা যায় যে, ভাল লেখকরা এক বই একাধিক বার প্রিন্ট করেন। তাই বইয়ের উপরে লেখা থাকে “বর্ধিত ও পরমার্জিত”। পক্ষান্তরে আল্লাহর কতিবের প্রথম পৃষ্ঠা যে ব্যক্তি খুলবে সেখানে সে এ বাণীটি পাবে: “আলফি লাম মীম। এই তো কতিব, যাতে কোন সন্দেহ নাই।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১-২] এই ধরণের সূচনা অনেকে বুদ্ধিমান খ্রিস্টান মানুষের ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছে; যখন তারা দেখতে পলে যে, এটি দুর্দান্ত সূচনা। যা প্রমাণ করে যে, এই অক্ষরগুলো যিনি বলছেন তিনি মানুষ নন। কারণ কোন মানুষ কোন বই রচনা করলে তার পক্ষে এ ধরণের কথা বলা সম্ভবপর নয়। এরপর কুরআনের আয়াতগুলো পড়ার পর তারা জানতে পারে যে, এটি মহাবিশ্বের প্রভুর বাণী। এ কারণে ত্রুটিটি হচ্ছে অনুধাবনে কসুর করা। এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, আয়াতের প্রথমার্শে অনুধাবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করাটা অযথা নয়; বরং সুমহান গুঢ় রহস্যের কারণে।

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: “এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে কুরআন অনুধাবনের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা প্রত্যকে যে ব্যক্তি কুরআন অনুধাবন করে তার অনুধাবন এমন জরুরী (অপ্রতিরোধ্য) জ্ঞান ও সুদৃঢ় একীণ অনবির্ষ করে যে, এই কুরআন হক্ব ও সত্য। বরঞ্চ প্রত্যকে হক্বের চয়ে বশী হক্ব এবং প্রত্যকে সত্যের চয়ে বশী সত্য। যিনি এই কুরআনকে নিয়ে এসেছেন তিনি সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী, সর্বাধিক নেককার, সর্বাধিক ইলম, আমল ও জ্ঞানধারী। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: ‘তবে কিতারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না?’ এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে তারা এত অনেকে বৈপরীত্য দেখতে পাত। [সূরা নসি, আয়াত: ৮২] তিনি আরও বলেন: ‘তবে কিতারা কুরআন অনুধাবন করে না?! নাকি অন্তরগুলোর ওপর তালা ঝুলছে? [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২৪] তাই যদি অন্তরগুলো থেকে তালাগুলো উঠে যেতে তাহলে অন্তরগুলো কুরআনের সত্যগুলোকে আলঙ্ঘন করত, ঈমানের আলোতে আলোকিত হত এবং জরুরী ইলম (অপ্রতিরোধ্য জ্ঞান) উপলব্ধ হত যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত, বাস্তবিকই তিনি এ বাণী বলছেন এবং তাঁর দূত জব্রাইল আলাইহিস সালাম এ বাণীকে তাঁর দূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।’ [মাদারজিস সালকেনি (৩/৪৭১ ও ৪৭২) থেকে সমাপ্ত]

কুরআনে কারীম সংঘর্ষ ও সবরিরোধিতা থেকে মুক্ত; যে ব্যক্তি কুরআন অনুধাবন করে তার জন্য। বাহ্যতঃ যা সবরিরোধী সটো সমন্বয়যোগ্য বৈপরীত্য। অবস্থা, কাল বা ব্যক্তির ভিন্নতা ভেদে বৈপরীত্য। অতি সহজে আয়াতগুলোর মধ্যস্থতি এ ধরণে বৈপরীত্যের মাঝে সমন্বয় করা যায়। কোন গবেষক যখন এটি করত সক্ষম হন তখন প্রজ্ঞাপূর্ণ আল্লাহর কতিবেরে মুজজোর অপর একটি দিক তার কাছে ফুটে ওঠে।

আবু বকর আল-জাসাস (রহঃ) বলেন: বৈপরীত্য তিনপ্রকার:

“১। সবরিরোধী বৈপরীত্য। সটো হলো দুটো বিষয়ের একটি অপরটির বাতুলতা দাবী করা।

২। মানগত বৈপরীত্য: সটো হলো কোন অংশ বাগ্মতিপূর্ণ; আর কোন অংশ নমিনমানের পতিতি। এই দুই প্রকার বৈপরীত্য কুরআনে নেই। এ ধরণে বৈপরীত্য না থাকাটা কুরআনের মৌজজোর একটি প্রমাণ। কেননা সকল বাগ্মী ও বাকপটুদের কথা যখন দীর্ঘ হয় –কুরআনের লম্বা সূরাগুলোর মত- তখন এটি মানগত বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হয় না।

৩। সমন্বয়যোগ্য বৈপরীত্য: সটো হলো ভালত্বের দিক থেকে সর্বাংশ অভিন্ন হওয়া। উদাহরণতঃ বিভিন্ন প্রকার পঠনপদ্ধতি বৈপরীত্য, আয়াতের সংখ্যার বৈপরীত্য এবং রহতিকারী ও রহতির সাথে সম্পৃক্ত বধিবিধানের বৈপরীত্য।

আয়াতে কারীমাত সত্যের পক্ষ যতভাবে প্রমাণ পশে করা যায় সটোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে; যে সত্যকে বিশ্বাস করা ও যে সত্য মতোভাবে আমল করা অনবির্ষ। [আহকামুল কুরআন (৩/১৮২)]

সমন্বয়যোগ্য বৈপরীত্যের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে (খুব সম্ভব সেই খ্রিস্টান ব্যক্তি এটি জানতে পারলে এটাকেও সবরোধিতার তালিকায় যোগ করবে); আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিব আদমকে সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। একবার উল্লেখ করেছেন তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। আবার বলেছেন: মাটি থেকে। তৃতীয় স্থানে বলেছেন: কাদা থেকে। চতুর্থ স্থানে বলেছেন: ঠনঠনে মাটি থেকে। এটিকি সবরোধিতা বা সংঘর্ষ? বরং এটি হিলো আদমের সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ। ইতিপূর্বে 4811 নং প্রশ্নোত্তরে আমরা বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। যদি এটি সবরোধিতা হত তাহলে এ কারণে কুরআন নাযিলের সময়কালরে কাফের আরবী ভাষাবাদি ও অলঙ্কারবদিগণ সবার আগে অপবাদ আরোপ করত। কিন্তু তারা নজিরো নজিদে ববিকেবুধরি মর্যাদা রক্ষা করেছে যে, তারা অলঙ্কারকি দকি ও ব্যঞ্জনাগত দকি থেকে কুরআনের সমালোচনা করেনি। বরং কুরআনের আয়াতসমূহ তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। কনেইবা হবো না অথচ কুরআন হচ্ছে: “মানুষের জন্য দশিরা”।

দুই:

সুতরাং এই অপবাদ বতিরককারীর কী ধারণা যে, ‘ফরোউন পানিতে ডুবে মরছে’ আল্লাহ কর্তৃক এই সংবাদ দয়া এবং তাঁর বাণী: “সুতরাং আজ আমরা তোমার দেহটিকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদে জন্ম নিদর্শন হয়ে থাক। আর অনেকে মানুষই আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি একবোর অমনোযোগী।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯২] এতদুভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য ও সবরোধিতা রয়েছে? বড় অদ্ভুত ব্যাপার। ফরোউন ডুবেছে এটি এমন নিশ্চিতি বিষয় যাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ডুবার মাধ্যমে তার মৃত্যু ঘটছে এবং সে স্পষ্টভাবে ধ্বংস হয়েছে। এই খ্রিস্টানের কাছে প্রশ্ন: প্রত্যেকে যে ব্যক্তি সমুদ্রে ডুবে মারা যায় তাকে কী হাঙ্গর মাছে খেয়ে ফলে কথিবা সমুদ্রেরে অতলে তার লাশ কী হারিয়ে যায়? নাকি কটে ডুবে মরতে পারে এবং পরে তার লাশ ভেসে উঠতে পারে ও পঁচে যাওয়া ও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পতে পারে? এই প্রশ্নের নিশ্চিতি জবাব হচ্ছে: দ্বিতীয়টি। সমুদ্রে পড়ে বমিন দুর্ঘটনা, জাহাজের দুর্ঘটনা কথিবা অন্য কোন দুর্ঘটনায় সমুদ্রে ডুবে নিহত হওয়া মানুষদের ক্ষেত্রে বাস্তবে তো এটাই দেখা যাচ্ছে। আমরা সেই ব্যক্তিকে বলব: ফরোউনের ক্ষেত্রেও ঠিকি এটাই ঘটছে। সে সমুদ্রে ডুবে মরছে। আল্লাহ তাআলা তার লাশকে সমুদ্রে ভাসিয়ে তুলেছেন; যাতে করে বনী ইসরাইলরো নিশ্চিতি হতে পারে যে, সে মরছে। এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রজ্ঞা। যেহেতু এই মথিয়ুক দাবী করেছিল যে, সে তাদের সর্বোচ্চ প্রভু! তাই ঐ লাশটি মানুষদের কাছে প্রকাশ করাটা উপযুক্ত ছিল— যাতে করে তারা এই মথিয়া দাবীদার প্রভুর প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিতি হতে পারে এবং যাতে করে দুর্বল লোকদের মন থেকে ভয় কটে যায়। যারা বিশ্বাস করতে পারে যে, ফরোউন আত্মগোপন করেছে; কিছুদিন পর ফিরে আসবে। ধার্মিকতা ও বুধরি দুর্বলতায় আক্রান্ত কত মানুষ এ ধরণের বিশ্বাস রাখে!

আয়াতে نُنَجِّيكَ এর অর্থ হলো: উপরে তোলা ও ভাসানো। এটি النجوة শব্দমূল থেকে উৎপন্ন। আর যদি শব্দটি النجاة (বাঁচা) অর্থও হয় তদুপর এই বাঁচা দ্বারা মৃত্যু থেকে বাঁচা উদ্দেশ্য নয়। বরং সমুদ্রেরে অতলে দেহটি হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচা উদ্দেশ্য কথিবা তাকে সমুদ্রেরে প্রাণীরা খেয়ে ফেলা থেকে বাঁচা উদ্দেশ্য। যদি সেই খ্রিস্টান ব্যক্তি আল্লাহর বাণীর এই



অংশটি **نُنَجِّكَ بِدِينِكَ** (আমরা তোমার দহেটরিক্ষা করব) অনুধাবন করতনে তাহলে বুঝতে পারতনে য়ে, এ ধরণরে বাক্য মৃত্যু থেকে বাঁচার ক্ষত্রে ব্য়বহৃত হয় না। বরণ দহেট বাঁচার ক্ষত্রে ব্য়বহৃত হয়। যদি ফরোউনরে বাঁচা উদ্দেশ্য হত তাহলে এখানতে ‘তোমার দহেট’ উল্লেখে করা অনর্থক হত। আর অনর্থক কিছু উল্লেখে করা আল্লাহর বাণীর বশেষিট্য় নয়।

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।